লেখালিখি

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

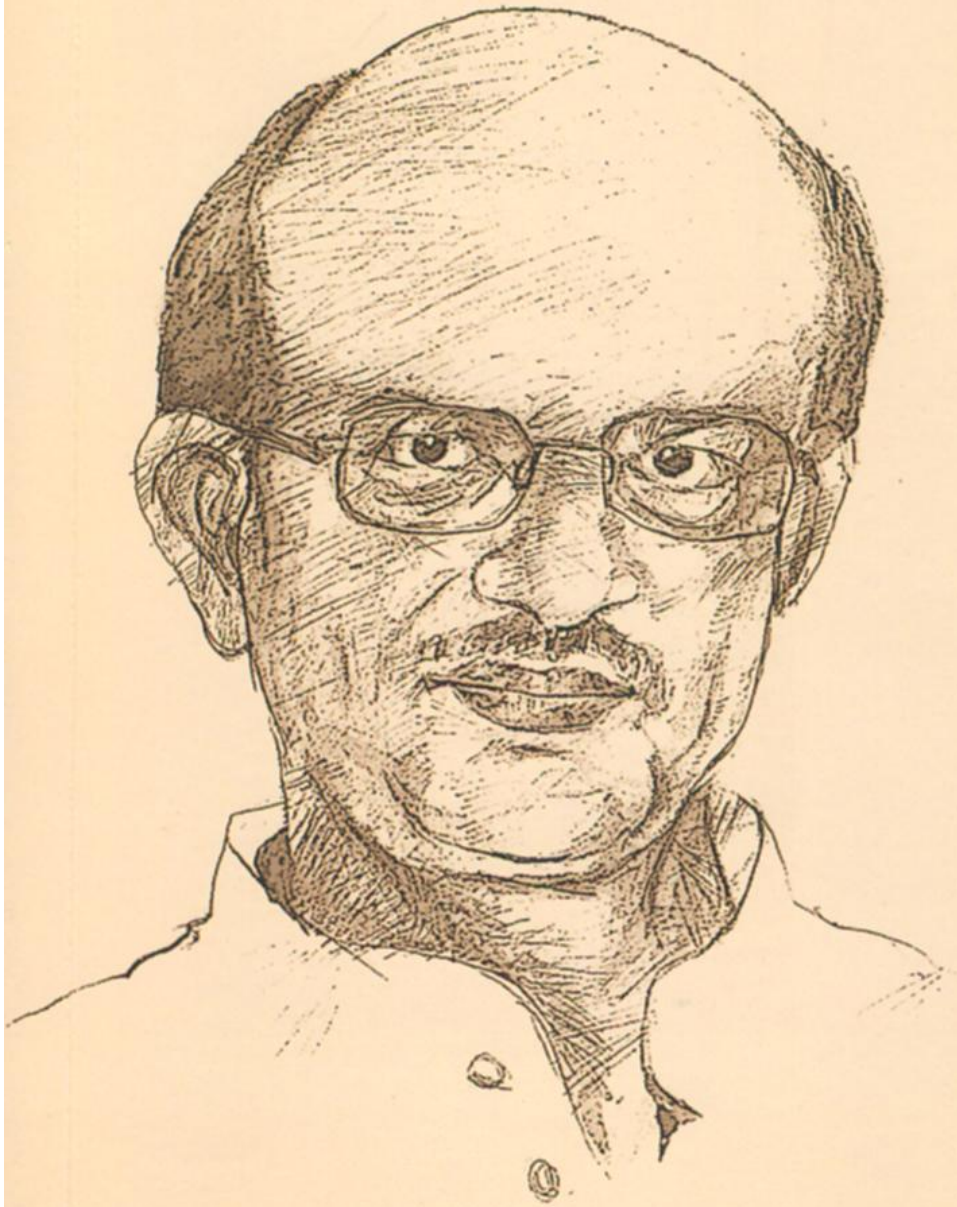

উৎস মানুষ সঙ্কলন

সূচিপত্র

এই সঙ্কলন নিয়ে দু-চার কথা	৫
একনজরে অশোক	৭
উৎস মানুষে প্রকাশিত লেখা	
সম্পাদকীয় প্রতিবেদন	১৩
শালগ্রামশিলার বিজ্ঞানরহস্য	১৪
মালা বাড়ে রোগ সারে	২২
দুগ্ধবতী বাছুর	২৭
দুগ্ধবতী পুরুষ ছাগল	৩২
রত্নের রশ্মিশোষণ	৩৭
দৈব আদেশ ও অলৌকিক চিকিৎসা	৪১
সমাজকর্মী ও নিন্দুকক্ষ্ম কিছু খেজুরে আলাপ	৪৭
দেবেশ মুখার্জির সঙ্গে কিছুক্ষণ	৫০
নীরবে চলে যান সুখময়দা	৫৬
নজিরবিহীন অতিবৃষ্টির ধাঁধা	৫৮
নিরঞ্জন ধর আর নেই	৬১
চিনিলে না আমারে	৬২
দুঃখী (১ম পর্ব)	৬৫
দুঃখী (২য় পর্ব)	৬৯
হায়, শান্তিনিকেতন	৭৫
শান্তিনিকেতন (শিরোনাম বিহীন)	৮০
বাংলা প্রেমের বিড়ম্বনা	৮১
এ লড়াই বাঁচার লড়াই	৮৪
পশ্চিমবঙ্গে ম্যালেরিয়া	৯২
গ্রামীণ স্বাস্থ্যব্যবস্থা ভগ্নদশায়	৯৪
গোলাপী জামার মেয়েটিত	৯৭
জিনের গরু	৯৮
এই সময়	১০০
কি ফুর্তি	১০৩
এবার একটা কিছু ঘটুক	১০৫
ঐক্যের গান	১১০

আড্ডায় বিতরিত প্রচারপত্র	১১৪
অন্য পত্রপত্রিকায় লেখা	
এক অবহেলিত সম্ভাবনা নিয়ে	১৩৪
কবিতাক্ষ্ম এখন মৃত্যুভয় যদি শুদ্ধ করে	১৩৮
তারাখসা	১৩৯
অলৌকিকের উৎস ও আশ্রয়	১৪১
ভেজালে ভেজালে ছয়লাপ	১৪৫
উন্নয়ন চাই কিন্তু কিসের বিনিময়ে	১৫০
সঞ্জয়ের দিব্যদৃষ্টি ও টেলিপ্যাথি	১৫৫
বিশ্বাস-অবিশ্বাসক্ষ্ম দুই শালিক	১৫৮
কেউ শুনছেন? বাৎসরিক বন্যা আসছে	১৬০
গণবিজ্ঞান আন্দোলনকে খুঁটিয়ে দেখা	১৬৪
বিপন্ন বনভূমি আত এবং মানুষ	১৭০
পরমাণু বিদ্যুৎ	১৭৯
বিজ্ঞানে অবগাহন	১৮২
জ্যোতিষ ইউজি সি গূঢ় রহস্য	১৯৩
ইউজিসি জ্যোতিষ ও শিক্ষাক্ষেত্রে নয়া রাতনীতি	১৯৮
জ্যোতিষ, রাজনীতি এবং বিজ্ঞানকর্মী	২০২
পশুক্লেশ বনাম বৈজ্ঞানিক গবেষণা	২০৯
এমন একটা পৃথিবী চাই	২১১
তথ্য যেখানে অন্ধ, সীমাবদ্ধ	২১৩
মৃত মানুষের মর্যাদা ও অধিকার	২১৯
বিবেকের কাছে প্রশ্ন	২২৩
বিজ্ঞান আন্দোলনের পঁচিশ বছর	২৩৬
সাপ দেখলেই মারবেন না	২৪৪
আকাশবাণীতে সম্প্রচারিত অনুষ্ঠান	
সাপ	২৪৭
সাক্ষাৎ বক্রেশ্বর	২৬৫
প্রসিদ্ধ জ্যোতিষীরা পরীক্ষায় ফেল	২৭২
ছবি	২৮১
চিঠিপত্র	২৮২

এই সঙ্কলন নিয়ে দু-চার কথা

গণবিজ্ঞান বা জনবিজ্ঞান বলে যা পরিচিত, তা নিয়ে যেমন সুন্দর বলতে পারতেন, তেমনি সহজবোধ্য ঝরঝরে বাংলায় তা লিখতেও পারতেন অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়। পেশাগত পদের ওজন ও পরিচিতির জোরে বিভিন্ন নামীদামি পত্রপত্রিকায় লেখালিখি করে অর্থ ও নামযশ কামানো কঠিন ছিল না। সে সব দিকে না গিয়ে আমৃত্যু মেতে ছিলেন 'উৎস মানুষ' নিয়ে। পত্রিকার জন্ম দেওয়া থেকে লালন– অপত্য স্নেহে আঁকড়ে ছিলেন। শুধু পত্রিকা প্রকাশ নয়, ৮০-৯০-এর দশকে উৎস মানুষ হয়ে উঠেছিল বিজ্ঞান আন্দোলনের ধারক-বাহক। এর অনেকখানি কৃতিত্বই অশোকের। আর পাঁচটা পত্রপত্রিকায় যেমন হয়, নিজের পত্রিকায় আকচার বড় লেখাটি লিখে থাকেন সম্পাদকেরা। সে আগ্রহও ছিল না ওঁর। যত্নে আর নিষ্ঠায় অন্যের লেখাকে সুপাঠ্য করে তোলাতেই ছিল আনন্দ। অশোকের মৃত্যুর পর আমরা একটা স্মরণ সংখ্যা প্রকাশ করেছিলাম। তাতে বন্ধু ও সহকর্মীরা স্মৃতিচারণের মাধ্যমে ওঁর চরিত্রের নানা দিক তুলে ধরে। তখন থেকেই আমরা অশোকের লেখার সঙ্কলন করার কথা ভাবতে থাকি। বইমেলায় ওঁর শুভাকাঙ্ক্ষীদের অনেকেও সেই দাবি জানাতে থাকেন। কিন্তু লেখা সংগ্রহ করতে গিয়ে দেখা গেল, কাজটা সহজ নয়। আমরা চেষ্টা করতে থাকি। সরাসরি বিভিন্নজনের সঙ্গে যোগাযোগ করা ছাড়াও পত্রিকার মাধ্যমে পাঠকদের কাছে আবেদন জানাই। সব কিছুর মিলিত পরিণতি উৎস মানুষ ও অন্য পত্রপত্রিকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা লেখার এই সঙ্কলন। ১৯৮০-তে উৎস মানুষের জন্ম। ১ম বর্ষ প্রথম সংখ্যা, ১০ম বর্ষ, ২০শ বর্ষ এবং ওঁর সম্পাদিত শেষ সংখ্যাটির (সেপ্টেম্বর ২০০৮) সম্পাদকীয় প্রতিবেদন রাখা হল প্রথমেই। তারপর ক্রমানুসারে পত্রিকায় প্রকাশিত লেখা ও অন্য পত্রপত্রিকা, সংবাদপত্রে প্রকাশিত লেখা। মার্টিন গার্ডনার-এর 'ফ্যাডস অ্যান্ড ফ্যালাসিজ' থেকে ১০টি এবং 'সায়েন্স গুড ব্যাড অ্যান্ড বোগাস' থেকে পাঁচটি লেখা অনুবাদ করেছিলেন অশোক, যা এপ্রিল ১৯৯০ থেকে ডিসেম্বর ১৯৯১ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় উৎস মানুষে। পরে 'বিজ্ঞানকে মুখোশ করে' নামে বই আকারে তা বেরোয়। এছাড়া ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছদ্মনামে সাপ নিয়েও ওঁর বেশ কিছু লেখা আছে। যেগুলি 'সাপ নিয়ে কিংবদন্তী' বইয়ে অন্তর্ভুক্ত। এই

সঙ্কলনে সেগুলি দেওয়া হল না। বাংলাদেশের গণস্বাস্থ্য পত্রিকায় ছাপা বেশ কিছু লেখা পাঠিয়ে দিয়েছেন বজরুল রহিম। আকাশবাণীতে সাপ নিয়ে বলা কথিকা জোগাড় করা গিয়েছে। অপ্রকাশিত কিছু লেখালিখিও পেয়েছি। জোর তর্ক-বিতর্ক চালিয়ে ঠিক হত উৎস মানুষের আড্ডার বিষয়। অশোকের সেই প্রচারপত্রগুলোও বাদ যায়নি। ২০০৩-এর পর থেকেই পত্রিকা প্রকাশ অনিয়মিত হয়ে পড়ে। পুরনো বন্ধুদের অনেকেই নানা কারণে পাশ থেকে সরে যায়। ভেঙে পড়ে অশোকের শরীর। অনেক সংখ্যা শুধু ইন্টারনেট সংস্করণেই প্রকাশিত হয়। সেখান থেকেও ওঁর কিছু লেখা নেওয়া হয়েছে। নিয়মিত চিঠিপত্র লেখা ও চিঠির উত্তর দেওয়া ছিল অভ্যাস। অজস্র চিঠি ছড়িয়ে আছে চারিদিকে। চিঠিপত্রে ব্যক্তি মানুষের অনেক কিছু জানা যায়। চেষ্টা করেও খুব বেশি জোগাড় করতে পারলাম না। যে দু-চারটে পাওয়া গিয়েছে শেষে দেওয়া হল। ওঁর কিছু ছবিও পাওয়া গিয়েছে।

আপাতত এইটুকু নিয়ে কাজ শুরু হল। অন্যত্র প্রকাশিত লেখা পরে পাওয়া গেলে পরবর্তী সংস্করণে যোগ করে দেওয়া যাবে। এই লেখাগুলো থেকে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অশোকের ভাবনা ও তার প্রকাশের একটা চিত্র পাঠকেরা আশা করি পাবেন। সেটাই আমাদের লক্ষ্য।

সমীরকুমার ঘোষ
সম্পাদক
উৎস মানুষ

পুনঃ–'লেখালিখি' সঙ্কলনে অনেক লোকের সাহায্য পেয়েছি। সবার কাছেই আমরা কৃতজ্ঞ। তার মধ্যে নির্মলেন্দু মহাপাত্র, নিরঞ্জন বিশ্বাস, মানসপ্রতিম দাস, সুশান্ত মজুমদার, মোহিত রায়, অলোকরঞ্জন বসুচৌধুরি, অরুণ পাল, সুশান্ত মজুমদার, কুশল সেন, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিশেষ করে উল্লেখ্য। দু-একজনের নাম অনিচ্ছাকৃতভাবে বাদ পড়ে যেতে পারে। তাঁরা ক্ষমা করে দেবেন।